



দক্ষিণ আফ্রিকায় সফল হতে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ডি ভিলিয়ার্সের পরামর্শ

ক্রীড়া ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করে আগামী নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। সেখানে দুই ম্যাচের টেস্টের পাশাপাশি তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। কঠিন এই সফরে বাংলাদেশ ভালো করতে পারে বলে মনে করছেন দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সই ডি ভিলিয়ার্সের আশাবাদের মূল কারণ। ভারতইনে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে নাজমুল হোসেনের দল। ম্যাকাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে অবশ্য ইনিংস বারখানো হেরে যায় বাংলাদেশ। এরপরও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ ব্যবধানে ড্র করা বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন। ভারতইনে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়ের পর নিজের ইউটিভি চ্যানেল ‘৩৩০’-এ দেওয়া এক ভিডিওতে দলটির প্রশংসা করেন ডি ভিলিয়ার্স। একই সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কীভাবে কঠিন কভিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে, সেই পরামর্শও দেন সাবেক এই তারকা।

ডি ভিলিয়ার্স বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশ প্রতিক্ষিতাপূর্ণ লড়াই করতে পারে। তবে দেশটির কভিশন বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের জন্য বিশ্বের অন্যতম কঠিন। তার মতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় শুধু বল সুইচই করে না, সিমও মুচ করে। পিচে গড়ার পরও বলের মুভমেন্ট থাকে। ফলে এমন কভিশনের সঙ্গে অভ্যস্ত না হওয়া ব্যাটসম্যানদের জন্য সেখানে ব্যাট করা কঠিন।

এই পরিস্থিতিতে নিজের ব্যাটিংয়ের কিছু কৌশলের কথাও তুলে ধরেন ডি ভিলিয়ার্স।

তিনি জানান, কভিশন অনুযায়ী কখনো ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে, কখনো স্ট্যাম্প ঢেকে আবার কখনো স্ট্যাম্প ছেড়ে দাঁড়িয়ে ব্যাট করেছেন।

সিমিং কভিশনে ব্যাটসম্যানদের সক্রিয় ও যোগ্যী থাকার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, সারা দিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাট করা বলা না। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিংয়ের অবস্থান ও কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভালো করতে গিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিংয়ের ধরন পুরোপুরি বদলে ফেলার প্রয়োজন নেই বলেও মনে করেন ডি ভিলিয়ার্স। তার পরামর্শ, হঠাৎ করে অতিরিক্ত বৌদ্ধিম্যায় শট খেলার বদলে ছোটখাটো পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের বোলারদের নিজেরের পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য করা যায়। বাংলাদেশ দলকে শুভকামনা জানিয়ে ডি ভিলিয়ার্স বলেন, ভালো প্রস্তুতি নিয়ে সিমিং ও বাউন্সি কভিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই হবে সফরে সাফলোর চাবিকাঠি। এদিকে এক দর্শক লাইভ চলাকালে ডি ভিলিয়ার্সকে বলানেসে এসে ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করে। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১১৪ টেস্ট, ২২৮ ওয়ানডে ও ৭৮টি টি-টোয়েন্টি খেলা এই কিংবদন্তি জানান, আপাতত কোচিংয়ের দায়িত্ব নেওয়ার কথা ভাবছেন না তিনি। ডি ভিলিয়ার্স বলেন, বর্তমানে তিনি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত এবং তিন সপ্তাহকে রেখে দীর্ঘ সময় বিশ্বদূর্নের জন্য প্রস্তুত নন। তবে অল্প সময়ের জন্য পরামর্শক হিসেবে কাজ করা কিংবা মৌসুম শুরুর আগে কয়েকজন ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে কাজ করার সন্ধাননা উড়িয়ে দেননি তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশের রেকর্ড অবশ্য খুব একটা সুখকর নয়। এখন পর্যন্ত সেখানে চার টেস্ট খেলে সবগুলোতেই হেরেছে বাংলাদেশ। ১২ ওয়ানডেতে জয় মাত্র দুটি। আর চারটি টি-টোয়েন্টি খেলে প্রতিটিতেই হারতে হয়েছে। আগামী ১৫ নভেম্বর জোহাননেসবার্গে প্রথম টেস্ট দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। ১ ডিসেম্বর শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ এবং ১০ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

ম্যাকাইয়ে ইচ্ছে করেই এমন পিচ বানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া : গাভাস্কার

ক্রীড়া ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুই দিনের মধ্যে টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এমন একাধিক ম্যাচ হয়েছে। ম্যাকাইয়ের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ এরেনায় বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টও শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিনে। অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের এই টেস্টে দুই দল মিলে খেলেছে মাত্র ৭৫০ বল। টেস্ট ক্রিকেটে বলের হিসেবে এটি



চতুর্থ সর্বনিম্ন। আর এমন পিচ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহল কিংবা গণমাধ্যমে তেমন কোনো সমালোচনা না থাকলেও ভারতীয় উপমহাদেশে তিন দিনে টেস্ট শেষ হলেই পিচ নিয়ে শুরু হয় তুমুল আলোচনা। এই দ্বিমুখী মানসিকতা নিয়েই স্কোভ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস্টারের প্রকাশিত নিজের লেখা কলামে অস্ট্রেলিয়ার এমন পিচকে ‘ট্রান্সপোলিন-বাউন্স’ পিচ হিসেবে উল্লেখ করেছেন গাভাস্কার। তার মতে, এমন ফলের পরও পিচের সমালোচনা না করে নানা ধরনের অজুহাত দাঁড় করানো হয়। বিশেষ করে কিউরেরর বা চার্ট্র এল্লিকিউরিরভে ভুলের নেহাই দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে সামনে এনে পিচে বেশি ঘাস রাখার ব্যাখ্যাও দেওয়া হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। গাভাস্কার বলেন, গ্রাউন্ডসম্যান দুর্গথিত, চার্ট্র এল্লিকিউটিভ-ভুল করেছেন। তিনি আবহাওয়ার পরূাভাসের ওপর ভরসা করেছিলেন, যেখানে গরম আবহাওয়া বলা হয়েছিল। তাই তিনি কিছুটা বেশি ঘাস রেখে দিয়েছিলেন এবং সেটাই অতিরিক্ত বাউন্স তৈরি করেছে। পিচের সমালোচনা এড়াতে ব্যাটারদের টেকনিকের ব্যাটিকে দায়ী করার প্রবণতাকেও কাত্যুভায়া তুলেছেন গাভাস্কার। তার মতে, ব্যাটাররা বাউন্স সামলাতে পারেননি,

খেলাধুলা

এমন ব্যাখ্যা তখনই কিছুটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন স্বাণতিক দলের ব্যাটাররা সেই একই পিচে ভালো ব্যাটিং করেন। কিন্তু ম্যাকাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররাও যখন বড় জুটি গড়তে পারেননি, তখন শুধু ব্যাটারদের টেকনিককে দায়ী করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। গাভাস্কার বলেন, এই শেষ অজুহাতটি হয়তো কিছুটা মেনে নেওয়া যেত, যদি স্বাণতিক দলের ব্যাটাররা ভালো ব্যাট করত। কিন্তু যখন ঘরের ছেলেরাই একটি রান বা ভালো জুটি গড়তে ব্যর্থ হয়, তখন সেটি পিচ সম্পর্কে আপনাদের কী বলে?

ম্যাকাইয়ের পিচ নিয়ে অবশ্য গাভাস্কারের কাছে বিশ্বাসের কিছু নেই। প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের কাছে অস্ট্রেলিয়ার হারের পর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া কী

ধরনের পিচ চাইবে, সেটি অনুমান করা কঠিন ছিল না বলে মনে করেন তিনি। তার দাবি, পিচ তৈরিতে টিম ম্যানেজমেন্টের কোনো ভূমিকা নেই, এমন দাবি করা হলেও বাস্তবে পর্দার আড়ালে ভিন্না কিছুই হবে। ভারতীয় এই কিংবদন্তির মতে, ম্যাকাইয়ের পিচ কোনো চমক ছিল না। প্রথম টেস্টে বাংলাদেশিদের কাছে অস্ট্রেলিয়ানরা অপমানিত হওয়ার পর তারা এমন একটি পিচ তৈরি করবে, যা হবে দ্রুতগতির ও বাউন্সি, এটা জানা কথা। এবং অবশ্যই তারা দাবি করবে যে গ্রাউন্ডসম্যান নিজে থেকেই এটি করেছেন এবং টিম ম্যানেজমেন্টের ভরফ থেকে শূন্য নির্দেশনা ছিল। তবে আমরা সবাই জানি পর্দার আড়ালে কী ঘটে। ১০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজ খেলতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২৩ বছর। বাংলাদেশের দীর্ঘ সময় পর স্লোপ পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ২০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা পায়, কিন্তু এর ২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় টেস্ট সিরিজের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর উপযুক্ত মনে করে, তাও আবার তাদের অনিয়মিত টেস্ট ভ্রমোতে। ভারতকেও তাদের ১৯৪৭-৪৮ সালের প্রথম সফরের পর দ্বিতীয় সফরের অপেক্ষা ১৬৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ২০ বছর অস্ট্রেলিয়া করিতে হয়েছে। এবং এরপর অস্ট্রেলিয়ার তাদের পরবর্তী সফরের জন্য আরও ১০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।



ব্রাজিল ম্যাচের জন্য টাকা খরচ করতে চায় না সরকার: আমিনুল হক

ক্রীড়া ডেস্ক

অষ্টোবরে ঢাকায় বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। তবে ম্যাচটি আয়োজনের জন্য সরকার কোনো অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক।

বৃধবার ঢাকায় বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের আয়োজনে কোচেস ট্রেনিংয়ের সামগনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। ব্রাজিলকে ঢাকায় আনতে বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। ম্যাচ আয়োজনের ব্যয় মোটোতে সরকারের সহযোগিতা চাওয়ার আভাস এরই মধ্যে দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। তবে সরকারের বর্তমান আর্থিক বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে আমিনুল হক বলেন, একটি ম্যাচ আয়োজনের জন্য সরকারি অর্থ ব্যয়ের মানসিকতা এই মুহূর্তে সরকারের নেই। চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার কথা তুলে ধরে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এক কথা্যা বললে, এই মুহূর্তে সরকার এ ধরনের অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী নয়। আপনারা জানেন, বিদ্যুৎ-জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে সরকারকে বড় অঙ্কের ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় শুধু একটি ম্যাচকে কেন্দ্র করে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের অর্থ

ব্যয় করার মানসিকতা আমাদের নেই।’ আমিনুল হক যোগ করেন, ‘বাফুফের সঙ্গে যেহেতু কথা হয়েছে (ব্রাজিল প্রতিনিধিদলের), তারা যদি বিভিন্ন স্পন্সর এনে সেটাকে পরিপূর্ণতা দিতে পারে, তাহলে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করব।’ ব্রাজিল সফরের বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া এবং সরকারের কাছে বাফুফের সহযোগিতার প্রত্যাশা প্রসঙ্গে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বিষয়টা (ব্রাজিলের ঢাকা আসার সজ্জানা) একদম প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। বাফুফের সভাপতির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা প্রাথমিক আলোচনাই করছি। ব্যয়ভার বহনসহ আনু্যঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে এখানে বোলামেলা আলোচনা হয়নি।’

ব্রাজিল বাংলাদেশে এলে বাংলাদেশের ফুটবলে কী লাভ? এমন প্রশ্নের জবাবে আমিনুল হক বলেন, ‘আমরা যেটা বিশ্বাস করি, ব্রাজিল টিম যদি বাংলাদেশে আসে, এম্মে যদি আবার বাংলাদেশ টিমের সঙ্গে খেলে, তাহলে সেটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় আড়িভমেন্ট। কিন্তু আমার বাংলাদেশের ফুটবল কতটুকু এগোবে এর মাধ্যমে, এটা নিয়ে আমি খুব বেশি আশাবাদী নই এ কারণে, ম্যাচ হবে, হয়তোবা বাংলাদেশ ব্রাজিলের সঙ্গে খেলবে, মানুষের যে প্রত্যাশা,সেটা হয়তোবা পূরণ হবে। দর্শকরা হয়তোবা একটু আনন্দিত হবেন, কিন্তু ব্রাজিল টিম আসে গেলে যে বাংলাদেশের ফুটবলে পরিবর্তন আসবে, এ বিষয়ের সঙ্গে আমি কোনো ভাবনা নেই।’ আমিনুল হক আরও বলেন, ‘এটা একদমই প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এখানে বিশদভাবে আলোচনা হয়নি। আলো ব্রাজিল দল বাংলাদেশ আসবে কি না, সেটা নিয়ে এখানে স্পষ্ট কোনো বার্তা নেই।’

৭৫ মিলিয়ন পাউন্ডে ম্যানসিটি থেকে টটেনহ্যামে ব্রাজিলিয়ান তারকা

ক্রীড়া ডেস্ক

ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার স্যাবিনহোকে ৭২ মিলিয়ন পাউন্ডে টটেনহ্যামে হটস্পার। দলে বছর বয়সী এই ফুটবলারকে পেতে স্পার্সের খরচ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড। পারফরম্যান্ডভিত্তিক বিভিন্ন শর্ত পূরণ হলে আরও ১০ মিলিয়ন পাউন্ড দিতে হতে পারে। স্যাবিনহোর টটেনহ্যামে যোগ দেওয়ার বিষয়টি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আলোচনায় ছিল। গত গ্রীষ্মেও তাকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছিল উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি। তবে তখন ম্যানচেস্টার সিটিতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। যদিও গত মৌসুমে পেপ গার্ডিওলার অধীনে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাননি তিনি। প্রিমিয়ার লিগে মাত্র সাতটি ম্যাচে শুধুর একাদশে ছিলেন।

টটেনহ্যামে যোগ দিয়ে স্যাবিনহো বলেন, অবশেষে এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এটি অসাধারণ একটি ক্লাবে খেলার দারুণ সুযোগ। বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচের সঙ্গে কাজ করার সুযোগও পাছি।

তিনি বলেন, প্রধান কোচের সঙ্গে কথা বলার পরই বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে এখানে আসতেই হবে। তিনি আমাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করতে চান। আমি বিশ্বাস করি, আমরা একসঙ্গে দল হিসেবে

সেটি অর্জন করতে পারব। ২০২৪ সালে ফরাসি ক্লাব ট্রয়েস থেকে ৩০.৮ মিলিয়ন পাউন্ডে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন স্যাবিনহো। সিটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৮৪ ম্যাচে ৭ গোল করার পাশাপাশি ১৬টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। টটেনহ্যামের এবারের দলবদলে এটিই বড় অঙ্কের আরেকটি সংযোজন। স্যাবিনহোর আগে ম্যাথেউস ফার্নান্দেস, সান্তো টোনালি ও ইয়ান পল ভান হেন্কে দলে নিয়েছে ক্লাবটি। এ তিন খেলোয়াড়ের পেছনে খরচ হয়েছে মোট ৩১১ মিলিয়ন পাউন্ড। এছাড়া ফ্রি ট্রান্সফারে মার্কোস সেনেন্সি ও অ্যান্ড্র রবার্টসনকে দলে গোলরক্ষক মার্টিন দুব্রাবটনকে এবং গোলরক্ষক স্পার্স।

স্যাবিনহোর প্রশংসা করে টটেনহ্যামের কোচ রবার্টো দে জেরেবি বলেন, এই উইঙ্গার দলের আক্রমণে শক্তি, সৃজনশীলতা ও গতি যোগ করবেন। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস এবং নিজের সৃজনশীলতায় ম্যানচের গতিপথ বদলে দেওয়ার সামর্থ্যও রয়েছে তার। এদিকে, ম্যানচেস্টার সিটি থেকে আগত একজন খেলোয়াড়কে টটেনহ্যামে পাঠানোর সন্ধানবা তৈরি হয়েছেন। মিশরীয় ফরোয়ার্ড ওমর বলার পরই বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে এখানে আসতেই হবে। তিনি আমাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করতে চান। আমি বিশ্বাস করি, আমরা একসঙ্গে দল হিসেবে



কৃষিকাজে নেমে দেনায় ডোবেন অভিনেতা, হয়েছিলেন সবজি বিক্রেতা

আমার বার্তা বিনোদন

বিখ্যাত হাসির নাটক ‘সারাবাই ভার্সেস সারাবাই’-এর ‘রোশেন’ চরিত্রটি নিয়ে যিনি কোটি দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন, সেই ভারতীয় অভিনেতা রাজেশ কুমার ২০১৭ সালে অভিনয়জীবন থেকে সাময়িক বিদ্রাতি নেন। কৃষিকাজকে কাছ থেকে অনুধাবন করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন নিজের জমাবুদী বিহারের গায়ায়। কিন্তু কৃষি নিয়ে গবেষণাকলে এই যাত্রা শেষ পর্যন্ত একটি চরম অর্থকষ্টের পথ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ পাঁচ বছরের এই অভিজ্ঞতায় তিনি প্রায় দুই কোটি রুপি দেনার সাগরে নিমজ্জিত হন। অভিনয়েরজগৎ থেকে রাজেশের কৃষিকাজে যুঝ হওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল যথানামা আধ্যাত্মিক গুরু সদগুরু। প্রথম দিকে সাদুগুরু ভাধারার প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট না হলেও, ধীরে ধীরে তিনি তার অনুশাসী হয়ে ওঠেন এবং ‘ইশা ফাউন্ডেশন’-এর নানা ইভেন্টে আয়োজনের দায়িত্ব নেন। সদগুরুর ‘রঘালি ফর রিভার্স’ কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখে তিনি একাধিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনাও করেন। সেই সময় সদগুরুর একটি বার্তা তার মনে গভীর রেখাপাত করে, যা তাকে শেষ পর্যন্ত কৃষিকাজে নামতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

স্মৃতিচারণ করে রাজেশ বলেন, রঘালির সময় সদগুরু বারবার বলছিলেনওমেরোবর রাজা থেকে আমাদের ১০০ জন যুবক নন, আমি কৃষির চেহারা বদলে দেন। তবে তিন বছর আমাকে প্রশ্ন করবে নাও আমার কী হবে? গ্রামে ফেরার পর আমি মনে মনে সেই বাক্যের একটি উত্তর বুঝে পাই। আমি অবলম্ব, যেদিন আপনি নিজের কথা ভাবা বন্ধ করবেন, সেদিন থেকে অপরের কথা ভাবতে শুরু করবেন। আর যেদিন আপনি অপরের কথা ভাববেন, সেদিন কল্যাণও আপনার কথা ভাবতে শুরু করবে। কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা খুব কাছ থেকে অনুধাবন করতে পেরে তিনি ডেবেলগেন, বাইরে থেকে শুধু উল্লেখ না দিয়ে নিজে মাঠে নেমে সংকটগুলো বোঝা দরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের যে শিক্ষা ও কথা রয়েছে, তা নিয়ে অপর গ্রাম থেকে কৃষকদের কীটনাশক ব্যবহারের নিষেধ করার চেয়ে নিজে গিয়ে সমস্যাটা দেখা বেশি রকমার মনে হয়েছিল। তাই আমি অন্য গ্রামে গেলাম এবং নিজে একজন কৃষক হয়ে উঠলাম। আমি উদ্যানপালন বা হটিকালচারের চেষ্টা করি এবং তাতে ভীষণভাবে ব্যর্থ হই। তবে সদগুরুর কৃপায় আমি এটাকে ব্যর্থতা বলব না। এখন এটা আমাকে আর কষ্ট দেয় না, কারণ, আমি এটিকে সফলতা বা ব্যর্থতার ভকম্যা দিতে চাই না। সেখানে এমন অনেক কিছু দেখার ছিল, যা অন্যায়্য আমি কখনোই শিখতে পারতাম না।

রাজেশ কুমারের জন্য কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা মোটেও সহজ বা মসৃণ ছিল না। কৃষিজমি, মাটি ও চাষবাসের আদ্যোপাত্ত বুঝতে তার লেগে যায় প্রায় পাঁচ বছর। এই পুরো সময়ে একের পর এক বিপর্যয় তার পিছু ছাড়েনি। প্রথমে তিনি বাগান তৈরির কাজ শুরু করেনও প্রায় ৫৫ বছর পর সেই অঞ্চলে আশা বনায় তার রোপণ করা সবকিছু ভেসে যায়। সেই দুঃস্বপ্নে অভিজ্ঞতার কথা স্বরণ করে তিনি বলেন, ঘটনাটি এমনই ছিল যে আমি কাজ শুরু করলাম, গাছ লাগলাম, আর দীর্ঘ ৩৫ বছর পর সেখানে ভয়াবহ বন্যা

এসে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তবে এই বিশাল ধাক্কাতেও দমে যাননি রাজেশ। তিনি আবারও নতুন উদ্যমে প্রায় ২৫ হাজার গাছ রোপণ করেন। কিন্তু সেবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় দিশম্ব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ মহামারি। অতিমারির ধাক্কা সামলে উঠে তিনি তৃতীয়বারের মতো গাছ লাগানোর প্রয়াস চালান, কিন্তু এবার দল সংকট হয়ে দাঁড়ায় ভূগর্ভস্থ পানির গুর ওকিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, সর্বশেষ চেষ্টা করার সময় আমার কাছে যে টাকা ছিল, তা দিয়ে ৫০০ ফুট পোর্টওয়্যেল খনন করতে পেরেছিলাম, কিন্তু একমৌটা পানিও পাওয়া যায়নি। সব দুর্ভোগ যেন একসঙ্গে ঘটে চাছিল। এমন একসময়ে এই বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল যখন রাজেশের আরের কোনো স্থায়ী উৎস ছিল না। এমনকি তীব্র আর্থিক সংকটের সময় তাকে নিজের ছেলের স্কুলের বাইরে শাকসবজিও বিক্রি করতে হয়েছে। এত প্রতিকূলতার পরও তিনি নিজেকে মানসিকভাবে ছেড়ে পড়তে দেননি। এই

কঠিন পরিস্থিতিতে হতাননা না আসার কারণ হিসেবে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিকেই কৃতিত্ব দেন। রাজেশ বলেন, আধ্যাত্মিকতার কারণে আমি কখনোই বিবদ্রতা, উদ্বেগ, হতশা বা ক্ষোভের শিকার হইনি। কোনো কিছুই আমাকে বিচলিত করতে পারেনি। কোনো কাজ সফল হচ্ছিল না আর আমি তা নিজের চোখে দেখছিলাম, কিন্তু আমার প্রচেষ্টা ও প্রকল্পা ঘামেনি।

আধ্যাত্মিকতা ঠিক এটাই। কৃষিকাজে বিনিয়োগের ফলে স্ট্র আর্থিক ক্ষতির মাত্রা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এর আগে ‘মেরি সাহেলিয়া’ ছড়িয়ে পড়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে, এই খাতে বিনিয়োগ করতে গিয়ে তিনি প্রায় ২ কোটি রুপির ঋণে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, আরের কোনো রাস্তা ছিল না, অন্যদিকে খরচের কারণে রমা সব সঞ্চয় দিলেপশ হয়ে গিয়েছিল। আমি ২ কোটি রুপির দেনায় ডুবে যা়ি। দেউলিয়া

অনেক বড় একটি শব্দ, তবে দীর্ঘ সময় ধরেই অনুভূতি আমার মধ্যে ছিল। জীবনধারামের মতো টাকাও আমি তৈরি করতে পারছিলাম না। সতি বলতে ওটা একটি ভয়াবহ পর্যা় ছিল। তাই বর্তমানে রাজেশের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। সম্প্রতি ‘৭ বলিউড বারব’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা প্রকাশ করেছেন যে, তার সেই বিপুল পরিমাণ ঋণ কমে এখন প্রায় ২০ লাখ রুপিতে নেমে এসেছে। তিনি অত্যন্ত স্বস্তির সঙ্গে বলেন, আমি এখন

সেই আর্থিক চঙ্কাত থেকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি। এখন আমার বার ১০ কেকে ১৫ শতাংশ ঋণ বাকি রয়েছে। ২০০০-এর দশকের অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা ‘সারাবাই ভার্সেস সারাবাই’-কে ‘রোশেন সারাবাই’ চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে রাজেশ কুমার ব্যাপক পরিচিত লাভ করেছিলেন। কৃষিকাজের চরম পরীক্ষার পর তিনি আবার ধীরে ধীরে রুপালি পর্দায় ফিরছেন। সাম্প্রতিক ‘জওয়ানি তো ইশক হোনা হায়’, ‘৩৫ মাই ডগ’ এবং ‘নিশানী’-র মতো একাধিক আলোচিত সিনেমা ও ডিজিটাল প্রকল্পে তার অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছে।



‘মানুষ বড়ই স্বার্থপর সুরশ্রুষ্ঠা রোহান রাজের এগিয়ে চলা..

আমার বার্তা বিনোদন

রোহান রাজ বাংলাদেশের সঙ্গীতঙ্গনে এই সময়ের অন্যতম গীতিকার, সুরকার। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও গান গেয়ে থাকেন। তবে রাজের মেখা ও সুর করা মন ছুঁয়ে যাবার মতো গানগুলো তিনি অন্য শিল্পীদের কণ্ঠে তুলে দিতেই মানের মাঝে এক অন্যরকম প্রসক্তি খুঁজে পান রোহান রাজ। ময়মনসিংহের সন্তান রোহান রাজের প্রথম সুর করা সুকুমার বাউলের কণ্ঠে তুমুল জনপ্রিয় গান ‘মানুষ বড়ই স্বার্থপর’ ২০২২ সালে ইউটিউবের প্রকাশের পর এখন পর্যন্ত ১৪ কোটিরও বেশি ভিউয়ার্স উপভোগ করেছেন। গানটি নিয়ে বকসময়ই সুকুমার বাউল বিশেষভাবে আলোচনাতে এলেনও নেপথ্যে নীরবই থেকে গেলেন গানের স্রষ্টা রোহান রাজ। তার সুর করা বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে আরো বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘আমার সোনার ময়না পাখি’, ‘আমার মায়ায় পইড়া যাইবা’, ‘তোমায় ছেড়ে’, এমন একটা রাত নাও আল্লাহ’, মনে মনে মিলেগেছে মন’, বাড়ির পাশে বন্ধুর বাড়ি’, ‘বন্ধুরে তোর প্রেমানলে’, ‘মনে বড় জ্বালা’ ইত্যাদি। নিজে গান গাইতে পারলেও গান লেখা ও সুর করাতেই বেশি মগ্ন তিনি। এখন পর্যন্ত সাত শতাধিক গান করেছেন তিনি। তার লেখা ও সুর করা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন,মনির খান, আসিফ আকবর, ইমরান, এফ এ সুমন, কাজী শুভ, মাহতিম, সামজ’সহ আরো অনেকে। ময়মনসিংহের সন্ধিতা পালিতের কাছে এক বছর গানের তালিম নিয়েছিলেন রোহান রাজ। তবে বাণিজ্যিক মিউজিকে পলাশ ফারুকীর কাছে তালিম নিয়েছেন তিনি। ময়মনসিংহের গদগরীণওয়ারে পাইলল গ্রামের সন্তান রোহান রাজের গান গাওয়া বা অনুপ্রেরণা বড় ভাই রফিককে গান শুনতে দেখে। এক সময় ঢাকায় এসে ব্যবসাও শুরু করেন রোহান রাজ। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তিনি গানের ভবনে একটু একটু করে এগিয়ে যান। রোহান রাজ বাংলাদেশের সঙ্গীতঙ্গনে এখন এমনই একজন গীতিকার, সুরকার যার কাছে একটি গান গাওয়ার স্বপ্ন দেখেন বিশেষত এই প্রজন্মের শিল্পীরা। রোহানও চেষ্টা করেন যে গানের জন্য যিনি পারফেক্ট তার কণ্ঠেই সেই গান তুলে দিতে। গান নিয়ে রোহান রাজের স্বপ্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেক বড় স্বপ্ন যে আমার তা নয়। গানটা আমি নিয়মিত করে যেতে চাই। আমি অনুভব করতে পারি যে মানুষ আমার লেখা সুর করা গান শোনেন। আমার গানের প্রতি সবার ভোলাবোপাও আছে। আমি আমার নিজস্ব ধারাতেই বাংলা গানকে আরো সমৃদ্ধ করতে চাই, আমার নিজস্ব একটা সিগনেচার তৈরী করে রেখে যেতে চাই বাংলা গানে।’ রোহান রাজের পুরো নাম হেদায়াতুল ইসলাম রাজ। অডিওর যুগে তার কণ্ঠের প্রথম অ্যালবাম ছিলো ‘বন্ধু তুমি কেমন আছো’। রোহানের বাবা লোকমান শেখ, মা রাহিমা শেখ। তার স্ত্রী রোজিনা হাওলাদার একজন শিক্ষিকা। তার তিন মেয়ে পূর্ণতা, নুরানা, রুফিয়াত-ভিনে মেয়েকে থিরেই তার স্বপ্ন। রোহান রাজের জন্ম ১৯৯২ সালের ২৮ নভেম্বর। ছবি ও মোঃ সামছুল হুদা

